পাঠ পরিকল্পনা-২০ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-২ : শরিয়তের উৎস

পাঠ-২২ : শরিয়তের তৃতীয় উৎস : আল ইজমা

সময় : ৩৫ মিনিট

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা ও নতুন পাঠের উপর পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ১. ইজমা কাকে বলে?
১০ মিনিট	▶ **ইজমার পরিচয়** اِجْمَاعٌ (ইজমা) শব্দটির অর্থ, সাধারণ করণ, সার্বজনীন করণ, ব্যাপক করণ, ঐকমত্য পোষণ করা, ঐক্যবদ্ধ হওয়া।দৃঢ় সংকল্প করা, বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্র করা। ইজমার সংজ্ঞায়নে **মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী** (র.) বলেন, কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন সমসাময়িক উম্মতে মুহাম্মদীর সৎকর্মশীল গবেষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়াতের পরিভাষায় ইজমা বলে। সর্বোপরি, রাসূলে কারীম (সা.)-এর পর কোনো এক সময়কার মুসলিম উম্মাতের সমস্ত মুজতাহিদ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীয়াতের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, পরিভাষায় তা-ই হলো ইজমা। **ইজমার উদাহরণ :** তারাবী নামায ২০ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে। **ইজমার উৎপত্তি** রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন কাজে সকলের পরামর্শ নিতেন। এভাবে সকলের মতামত গ্রহণ করার বৈধতা সাব্যস্ত হয়। যেমন, খন্দকের যুদ্ধের সময় সাহাবীদের পরামর্শের ভিত্তিতে পরীখা খনন করে মদীনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর আবু বকর (রা.)-এর যুগে সকলে একমত হয়ে কুরআন গ্রন্থায়ন করেন। উসমান (রা.)-এর যুগে সকলে একমত হয়ে কুরআনের ৭ উপভাষা থেকে কুরাইশী ভাষায় এক কিরাআতে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তী যুগে তাবেয়ীগণও নানা সমস্যার সমাধানে ইজমার ভিত্তিতে সমাধান করেছেন।
১০ মিনিট	**ইজমার গুরুত্ব ও বৈধতা** **১. শরিয়তের তৃতীয় উৎস :** ইজমা হলো ইসলামি শরীয়াতের তৃতীয় প্রধান উৎস। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ. فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ “আমার উম্মত পথভ্রষ্টতার উপর ঐকমত হবে হবে, তোমরা যখন মতানৈক্য দেখবে তখন সর্ববৃহৎ দলের অনুসরণ করবে।” (ইবনে মাজাহ, ৩৯৫০; আলবানী প্রথম অংশকে সহীহ বলেছেন।) এই হাদিসের মাধ্যমে ইজমার প্রতি বিশেষভাবে সম্মান দেখানো হয়েছে। এটি শরীয়াতের অকাট্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এর উপর আমল করা সকলের জন্য আবশ্যক। **২. মুসলমানদের পরামর্শ করে কাজ করতে কুরআনী আদেশ :** মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা কাজকর্মে একে অপরের সাথে পরামর্শ করো। এ আয়াতের মাধ্যমে ইজমার বৈধতা ও গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। **৩. যুগ সমস্যার সমাধান :** যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নানা বিষয়ে নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানে কুরআন ও হাদিসে সরাসরি বর্ণনা না থাকায় সত্যপন্থী আলেমদের মতামতের ভিত্তিতে ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

	ইজমা হওয়ার জন্য শর্ত যেকোনো বিষয়ে যে কোনো দলের ঐকমত্য সিদ্ধান্তই কী ইজমা? এর উত্তর হলো না, ইজমা হতে হলে বিভিন্ন শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্তগুলো হলো- ১. মুসলিম হওয়া ২. মুজতাহিদ হওয়া ৩. নেককার হওয়া ৪. একই যুগের ফকীহ হওয়া ৫. কুরআন-হাদিস বিরোধী নয় ৬. শরীয়াতের দলিলের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া ৬. সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হবে না ৭. অধিক সংখ্যক মুজতাহিদের ইজমা ৮. মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করা ৯. প্রাপ্তবয়স্ক ১০. ইজমাকারী মুজতাহিদগণের যুগ অতিবাহিত হওয়া
৫ মিনিট	**ইজমার বিধান** ইজমা শরিয়তের তৃতীয় উৎস হিসেবে এটি দলিল হিসেবে গৃহিত হবে। ইজমার সিদ্ধান্তের উপর আমল করা ওয়াজিব।
৫ মিনিট	**শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন** মহানবি (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ের রাশেদুনের যুগে যদি এমন কোনো সমস্যা দেখা দিত যার সমাধান কুরআন ও সুন্নতে পাওয়া যেত না, তখন তারা প্রধান প্রধান সাহাবির মতামত নিয়ে তার সমাধান করতেন। হযরত উমর (রাঃ) যুগে অনেক বিষয়ে সাহাবিদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাবেঈগনের যুগেও এ পদ্ধতিতেই নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা হতো। ক. ইজমা শব্দের অর্থ কী? খ. ইজমা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখা কর। গ. আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতির প্রভাব ব্যাখা কর। ঘ. উদ্ধৃত অংশ যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে সে পদ্ধতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।